12

আজকের কাগজ

তারিখ 07 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

প্রসঙ্গ শিশু অধিকার ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

মোহাম্মদ শামসুল কবির

গত ০৯/০৬/৯৫ তারিখে ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'বালিকা হত্যা করিয়া কিডনী চুরি' ঘটনাটি সত্যিই চোখে পড়ার মত। ঘটনাটি ঘটেছে রংপুরের কাউনিয়া থানার নিজপাড়া গ্রামে। আট বছরের একটি বালিকাকে কারমাইকেল কলেজের পিছনে পাটক্ষেতে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। এবং তার দু'টি কিডনী বের করে নিয়ে যায়। হতভাগী মেয়েটির নাম কুলসুম। পিতা মরহুম কুদ্দুস আলী। বালিকাটি স্থানীয় ব্র্যাক স্কুলের ছাত্রী ছিল। এই গেল দেশের ৮ বছরের বালিকার নির্মম হত্যার ঘটনা। এখন গত ১৫/৩/৯৫ জনকণ্ঠে প্রকাশিত ২৯ বছরের এক শ্রমিককে কিভাবে ভারতের বাঙ্গালোয়ে নিয়ে গিয়ে কিডনী নেয়া হয় তার দিকে কিছু দৃষ্টি দেয়া যাক। আমাদের দেশের মত সেখানেও দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং জনসংখ্যার মত ভয়াভহ সমস্যা ইত্যাদি লেগেই আছে। তাই মানুষ অভিবাসী হয়ে শহরের কাজ করার জন্যে ছুটে চলে আসে। একই নিয়মে ২৯ বছরের যুবকটিও এসেছিল ভারতের বাঙ্গালোয় শহরে। যেহেতু সে গরীব সেহেতু সে একটি ক্লিনিকে রক্ত বিক্রয়ের জন্যে যায়। সেখানে গিয়ে তাকে রক্তের নাম করে ঘুমের ওষুধ সেবনের পর তার কিডনী ডাক্তাররা তুলে নেয়। তারপর ক'মাস পরে তার শরীরের অবস্থা খারাপ হ'তে থাকলে ডাক্তার দেখাতে গিয়ে সে কিডনী হারানোর কথা বুঝতে পারে। এ জন্য তাকে ১শ' ৬০ ডলার দেয়া হয়। এভাবে গ্রামের যুবকরা শহরে এসে প্রতারিত হন। এরপর ভারতের বোম্বাই এর আর একটি ঘটনা গত ২০/৩/৯৫ তারিখে বাংলার বাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিডনী চক্রের স্বর্গরাজ্য ভারতের বোম্বাই ও বাদালোর কথা সবারই জানা। বোম্বাইয়ে কিডনী চক্র বিভিন্ন হাসপাতালে এবং নার্সিং হোমের সঙ্গে যুক্ত। আইন কড়া হওয়ার ফলে হাসপাতালগুলোতে তারা ঠাঁই পায় না। ফলে, তারা নার্সিং হোমগুলোতে গোপনে কাজ করে থাকে। আর এই কিডনী চক্রের লোকেরা বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাল চাটগেট, বোম্বাই সেন্ট্রাল-এ ওৎপেতে থাকে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে যখনই এই যুবকরা চাকরির খুঁজে আসে তখনই তারা এই ষড়যন্ত্রের শিকার হন। তারপরই তারা এভাবে নার্সিং হোমে গিয়ে কিডনী খোয়ায়। তাই ইউরোপ, আমেরিকা ও সৌদি আরবসহ কিডনী বিকল হলে এবং বিকল্প কিডনী ব্যবস্থা করতে খরচ হয় ৪০-৫০ হাজার মার্কিন ডলার যা ভারতীয় মুদ্রায় ১২-১৩ লাখেরও বেশি। আর মধ্যবিত্তরা খচর কমাতে সোজা চলে যান ভারতের বোম্বাই। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে শহরে এসে যে কিডনী খোয়ায় সে ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ পুলিশের নিকট করা হচ্ছে। তার ফলে, তারাও তৎপরতা চালাচ্ছেন। এমনকি আমাদের দেশেও এই ব্যাপারে জোর তদন্ত চলছে। এত গেল বাংলাদেশ এবং ভারতের কিডনী নেয়ার নির্মম ঘটনা।

এখন আমাদের দেশের শিশুদের ব্যাপারে কিছু বলি। আমাদের দেশের শিশুরা কতভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে তার সঠিক হিসাব দেয়া কঠিন। একদিকে চলছে যেমন দারিদ্র্য তেমনি অপরদিকে চলছে শিশুদের অশিক্ষা। গত ১৩/৬/৯৫ সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে দেশে বর্তমানে শিক্ষিতের হার ৩৫ দশমিক ৩ ভাগ। প্রাথমিক শিক্ষার ভর্তির বয়স ৬ থেকে ১০ বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ১ কোটি ৭৫ লাখ। এর মধ্যে স্কুলে ভর্তির সংখ্যা ১ কোটি ৫২ লাখ। সরকারি হিসাবেই ১৩ ভাগ শিশু স্কুলে যেতে পারছে না। তারপর রয়েছে বিভিন্ন জটিল রোগ যেমন ব্রংক্রাইটস, হাঁপানী, ডায়রিয়া ম্যালেরিয়া এবং আয়ডিনের অভাব। এখানে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন জটিল অসুখগুলি পত্রিকার পাতা খুইলে উক্ত অঞ্চলের দিকে বেশি নজর পড়ে। এর পরও রয়েছে শিশুদের অপুষ্টির ব্যাপারটি। ইউনিসেফের রিপোর্ট অনুযায়ী পাঁচ বছর বয়সের কম বয়সী শিশুদের ৯৩ ভাগ অপুষ্টির শিকার। যেহেতু উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক স্থানে দারিদ্র্য এখনও ক্রমবর্ধমান সেহেতু শিশু অপুষ্টির সমস্যাটিও ক্রমবর্ধমান। তারপর রয়েছে শিশু পাচার, শিশু হয়রানি। বিভিন্নভাবে তারা প্রভাবিত হয়ে এক ধরনের দালালদের হাতে হয়রানির শিকার হচ্ছে। শুধু কি তাই এখনও ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও আমাদের মত দেশে বাল্য বিবাহ প্রথা চলছে। যদিও সরকারের এই বিষয়টির ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বাংলাদেশের বাল্য বিবাহের এমন একটি ঘটনা যা চোখে পড়ার মত গত ১৭/৬/৯৫ আজকের কাগজে প্রকাশিত বরের বয়স ৭ কনে এখনও দুধ ছাড়েনি। অর্থাৎ কনের বয়স দেড় বছর। ঘটনাটি ঘটে ১১ জুন কুড়িগ্রামের উলিপুর থানার হাতিয়া ইউনিয়নের অনন্তপুর গোয়ালপাড়া গ্রামে। এবং এই বিয়েতে ৪৫ জন বরযাত্রী একটি মিনিবাস করে কনের বাড়িতে এসে বিয়ের কাজ সারেন। এক শ্রেণীর অভিভাবক ও মোল্লা শ্রেণী বৈধ করে তুলছে বাল্যবিবাহ। এর মূলে রয়েছে একদিকে সামাজিক কুপ্রথা অবৈজ্ঞানিক সংস্কার এবং ধর্ম সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস। এখন আমার প্রশ্ন হলো এই আধুনিক যুগে ৪৫ জন মানুষের মধ্যে যদি একজন লোকও বিবেকবান বা সচেতন ছিলেন না যে, তারা কিভাবে এই কাজটি বৈধভাবে সম্পূর্ণ করলেন। এ ধরনের বিয়েকে রীতিমত ইসলাম সম্মত করে তুললেন? এর পর আসা যাক শিশু শ্রমের ব্যাপারটি। কিছুদিন পূর্বেও শিশু শ্রম নিয়ে বেশ হই-চই পড়ে যায়। বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে প্রায় ৫০ হাজার শিশু কাজ করে থাকে। এবং সর্বোপরি ঢাকা শহরে শুধু শিশু শ্রমিকের সংখ্যা আড়াই লাখের মতো। বাংলাদেশে শিশুশ্রম তুলে যদি এদেশের গার্মেন্টস শিল্পকে এভাবে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হয় তা হলে এর পরিণতি ভয়াবহ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে বিপন্ন হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি সংগঠনটির আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের দিকে তাকিয়ে একতরফাভাবে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া ঠিক হবে না। তবে এটাও ঠিক যে শিশুদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া শিশুকে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী থেকে ছাঁটাই করা মানবতা বিরোধী কাজ হবে। কারণ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমন কি ভারতের মতো জায়গায় শিশুশ্রমের ব্যাপারটি নিয়ে তারা ভাবনা চিন্তা করছে। এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ইতিপূর্বেই তারা শিক্ষা শ্রমের ব্যাপারে বিকল্প ব্যবস্থার জন্যে অনুদান চেয়েছেন। এবং সেটা আগামী ২০০৪ সাল পর্যন্ত বর্তমান অবস্থায় টিকিয়ে রাখতে চেয়েছেন ভারত সরকার। তাছাড়াও আমাদের দেশে ভাসমান শিশু রয়েছে কয়েক লাখ। এরা অধিকাংশ লঞ্চ টার্মিনাল, রেল স্টেশন, ফুটপাতে রাত যাপন করে থাকে। তাদের নিরাপদ আশ্রয় এর জন্যে বাসস্থান, শিক্ষাসহ সবকিছু বিশেষভাবে প্রয়োজন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী দেশের বিশেষ করে ছিন্নমূল শিশুর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে সকলের প্রতি আহবান জানালেও তা বাস্তবতার ছোঁয়া পাচ্ছে না। সারা বিশ্বে ছিন্নমূল শিশু বেড়েই চলছে। এবং ছিন্নমূল শিশুদের উন্নয়নশীল দেশে মৃত্যুর সংখ্যাও বেশি।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমন কি ভারতের মতো জায়গায় শিশুশ্রমের ব্যাপারটি নিয়ে তারা ভাবনা চিন্তা করছে। এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ইতিপূর্বেই তারা শিক্ষা শ্রমের ব্যাপারে বিকল্প ব্যবস্থার জন্যে অনুদান চেয়েছেন। এবং সেটা আগামী ২০০৪ সাল পর্যন্ত বর্তমান অবস্থায় টিকিয়ে রাখতে চেয়েছেন ভারত সরকার। তাছাড়াও আমাদের দেশে ভাসমান শিশু রয়েছে কয়েক লাখ। এরা অধিকাংশ লঞ্চ টার্মিনাল, রেল স্টেশন, ফুটপাতে রাত যাপন করে থাকে। তাদের নিরাপদ আশ্রয় এর জন্যে বাসস্থান, শিক্ষাসহ সবকিছু বিশেষভাবে প্রয়োজন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী দেশের বিশেষ করে ছিন্নমূল শিশুর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে সকলের প্রতি আহবান জানালেও তা বাস্তবতার ছোঁয়া পাচ্ছে না। সারা বিশ্বে ছিন্নমূল শিশু বেড়েই চলছে। এবং ছিন্নমূল শিশুদের উন্নয়নশীল দেশে মৃত্যুর সংখ্যাও বেশি।

আমাদের মনে রাখতে হবে শিশুরা সমাজের মূল্যবান সম্পদ এবং সমাজের জন্য ভবিষ্যত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। তাদেরকে আজ সংঘবদ্ধ করা প্রয়োজন। এবং শিক্ষা, চিকিৎসার, বাসস্থান ইত্যাদি সমস্যার ব্যাপারটি আমাদের ভাবতে হবে। তাই শিশু অধিকার ব্যাপারটা নিয়ে সচেতন মহলকে ভাবতে হবে এবং শিশু অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। তবেই শিশু অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে।

মোহাম্মদ শামসুল কবির ঃ কলাম লেখক।